কৃষকের খোওয়া গেল ১ লক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়াঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার দিগ্নাবাড় গ্রামের অধিবাসী এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারকেরা কয়েক দফায় প্রায় ১ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পেশায় কৃষক রামপদ জানা নামের এই ব্যক্তি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন। জানা গেছে, দিগ্নাবাড় গ্রামের বাসিন্দা রামপদ জানার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের খুকুরদহ শাখায় অ্যাকাউন্ট আছে। এই অ্যাকাউন্টে প্রায় ১ লক্ষ টাকা জমা ছিল। রামপদবাবু জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে তার মোবাইলে একটা ফোন আসে। সেই ফোনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তি জানান, তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ফোন করছেন। প্রতারিত এই ব্যক্তি জানান, ব্যাঙ্কের পরিচয় দেওয়া কর্মী তার থেকে তার আধার কার্ডের নম্বর চান। পরে এটিএম কার্ডের নম্বর ও পিন নম্বর চায়। রামপদবাবু জানিয়েছেন, এটিএম কার্ডের নম্বর ও পিন নম্বর দিতে না চাইলে সেই ব্যক্তি জানায় জিএসটি লাগু হচ্ছে। তাই অ্যাকাউন্টের সাথে আধার কার্ডের নম্বরযুক্ত করতে এটিএম কার্ডের নম্বর ও পিন নম্বর লাগবে। না দিলে অনেক টাকা সুদ দিতে হবে। ফলে তিনি ভয়ে এটিএম কার্ডের নম্বর ও পিন নম্বর দিয়ে দেন। অভিযোগ এরপরেই কয়েক দফায় তার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকা তুলে নেয় প্রতারকরা।

স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ কাটায় বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়িঃ কেশিয়াড়ি ব্লকের খাজরা সতীশচন্দ্র মেমোরিয়াল হাইস্কুলে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাল অভিভাবকেরা। বিদ্যুতের বকেয়া ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা বিল নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সোমবার আলোচনায় বসে। বিদ্যুৎ বিল না দেওয়ায় গত ২৯ জুন স্কুলের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয় বেলদা বিদ্যুৎ বিভাগ। বিল না দেওয়া নিয়ে স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিপ্লব বোস বিগত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ করেন। গত ৩ জুলাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সহ অভিভাবকেরা স্কুলে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায়। বর্তমান প্রধান শিক্ষক বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের দায়ভার নিতে চাননি। মঙ্গলবার স্কুল চলতি বছরের বকেয়া বিল বাবদ ৬০ হাজার টাকা বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা দেয়। মঙ্গলবারই বিদ্যুৎ আসে স্কুলে। কিন্তু বকেয়া বিলের দায়িত্ব কে নেবে বা তার সুরাহা কি হবে? এই নিয়ে সোমবার স্কুলে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেই বৈঠকে অভিযোগ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র জানাকে ডাকা হলেও তিনি আসেননি। বর্তমান প্রধান শিক্ষক বলেন, আমি ১৮ মে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। আদৌ জানা ছিল না, বিদ্যুৎ বিল বাকি ছিল। আগের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন কমিটির ওপর এই দায় বর্তায়। সোমবার বৈঠক চলাকালীন উত্তেজনা তৈরি হয়। বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যেও বিক্ষোভ ছড়ায়। অভিভাবক জন্মেজয় শ্যামল, শিবশঙ্কর গুঁই, সুমন দাস অধিকারীদের অভিযোগ, স্কুলের বিদ্যুৎ বিল বিপুল পরিমাণ টাকা বাকি থাকে কি করে? আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। জবাবদিহি করতে হবে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি বলাই সানকির দাবি, স্কুলের কিছু উন্নয়নের কাজে টাকা খরচ হয়েছে। আগামী দশদিনের মধ্যে সে হিসেব আমরা অভিভাবকদের কাছে পেশ করব। দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত বৈঠক করেও কোনও সুরাহা হয়নি। পরে শিক্ষকদের স্কুলে তালা লাগিয়ে আটকে রাখে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। এদিকে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুভাষচন্দ্র জানা বলেন, অবসর নেওয়ার সময় সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বকেয়া টাকা নিয়ে যে অভিযোগ তা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। আর্থিক দায়িত্ব বর্তমান পরিচালন কমিটির ওপর বর্তায়।

ঘাটালে বৈঠক করলেন সেচমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র ঘাটালে প্রাক্ বন্যার আগে কিভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা করা যায় জেলার সমস্ত আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি নিয়ে মিটিং করলেন। ঘাটাল টাউন হলে জেলাশাসক, বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, মহকুমাশাসক, সেচ দপ্তরের আধিকারিক, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এই আলোচনা সভায়। বিগত বছরগুলিতে বন্যার সময় কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং বন্যার আগে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই বিষয় নিয়ে জনপ্রতিনিধিরা মন্ত্রীকে জানান। আরও জানান, ঠিকাদারের গাফিলতিতে অনেক সময় বাঁধের ঠিকমত কাজ হয় না তার জন্য সমস্যা দেখা দেয়। সরকারি অপচয় বেশী হয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। সেচ দপ্তরের কর্মীদের নজরদারীর অভাব রয়েছে বলে জানান জনপ্রতিনিধিরা। সাংসদ মানস ভুঁঞ্যা বর্ষার সময় সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের অফিসে না থেকে সরেজমিনে বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় নজরদারী করতে বলেন। এতে কোন জায়গায় হঠাৎ সমস্যা হলে দ্রুত মেরামত করা যাবে এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে এলাকা। জেলাশাসক জানান, আমরা তৈরি আছি। বন্যার প্রস্তুতি মিটিং হয়ে গেছে অনেক আগেই। প্রশাসন তৈরি আছে। সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র জানান, ঘাটালে একটু বৃষ্টিতে বন্যা হয়। এর সাথে দাসপুরও বন্যায় ডুবে থাকে। সেইজন্য জেলার বিধায়ক, সেচ দপ্তরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, বিডিও, মহকুমাশাসক, জেলাশাসক, জেলা স্বাস্থ্যআধিকারিকদের নিয়ে প্রাক্ বন্যা সংক্রান্ত একটি মিটিং হয়। কিভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা করা যাবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেইমতো সবাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সেচ দপ্তরের আধিকারিককে বলব এই বর্ষার সময়ে অফিসে কম সময় থেকে বেশি সময় ফিল্ডে থাকতে এতে বেশী করে কাজ হবে বাঁধ এলাকায়। বাঁধের মেরামতি দ্রুত করা যাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তিনি আরও জানান, অবৈধ বালি তোলা হচ্ছে যে সমস্ত নদী থেকে সেইগুলিতে নজরদারী করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন, প্রশাসনের আধিকারিকদের।

মহিষাদলে জীব-বৈচিত্র্য নথি তৈরির কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে অনুষ্ঠিত হল জীব-বৈচিত্র্য নথি তৈরির কর্মশালা। এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ জীব-বৈচিত্র্য পর্ষদের আধিকারিক ডাঃ অনির্বাণ রায়, ডাঃ রাজশ্রী চক্রবর্তী, কমল দাস, মহিষাদল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জয়ন্ত দে, মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তিলক কুমার চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। জৈব বৈচিত্র্য হল জল, স্থল সকল জায়গায় সকল পরিবেশে থাকা সকল ধরণের জীব এবং উদ্ভিদের বিচিত্রতা। পৃথিবীতে এই সববরকম পরিবেশে হরেকরকম প্রাণীর ও উদ্ভিদের বসবাস থাকলেও তা আজ মূলত মানুষের নৃশংসতা, পরিবেশ দূষণ ও পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। বিলুপ্ত হয়েছে অনেক পরিচিত প্রাণীকুল। বর্তমান পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ২৭০০০টি প্রজাতি

বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রজাতি বিলুপ্তির হার কমানো না গেলে ২০৫০ সালে পৃথিবীর সমগ্র প্রজাতির এক চতুর্থাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এই বিলুপ্তির হাত থেকে পৃথিবীর এইসকল প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে কিভাবে বাঁচানো যাবে তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্যের নথি সংগ্রহ কিভাবে করা যাবে তা নিয়ে মঙ্গলবার মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সতীশ সামন্ত সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল এক সচেতনতামূলক কর্মশালা। পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের সহযোগিতায় ও জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতির আয়োজনে এদিনের কর্মশালায় অংশ নেন মহিষাদল রাজ কলেজের প্রায় ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী। মহিষাদল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জয়ন্ত দে জানান, আমরা যে পথে এগোচ্ছি তা থেকে সরে আসা দরকার। তা নাহলে আমাদের এই পৃথিবীকে বর্তমানে যে পর্যায়ে দেখছি তা ভবিষ্যতে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। আমরা আশা রাখছি আমাদের এই কর্মকাণ্ডে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ যুক্ত হবেন।

মঙ্গলবার থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হল।

১৫০ স্ট্রেচার ট্রলি প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুকঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক জেলা হাসপাতাল ও হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালের জন্যে ১৫০টি স্ট্রেচার ট্রলি বেড তুলে দিল হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের পরামর্শে নিজেদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্যে আসা রোগীদের আরও ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সোমবার স্ট্রেচার ট্রলি বেডগুলি তুলে দিল হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস। প্রকল্পের সূচনা করেন রাজ্যের পরিবহন ও পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি মধুরিমা মন্ডল।

মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা ১ ব্লকে তৃণমূলের আগামী ২১ জুলাই শহীদ দিবস কর্মসূচির প্রস্তুতি সভা হয়। দলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নেতৃত্বদের সাথে সাথে রাজ্যের সেচমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। নিজস্ব চিত্র

রশ্মি মেটালিক্সের সহযোগিতায় বড়কোলা বিবেকানন্দ হাইস্কুলে উন্নত শৌচাগার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর ঃ স্কুলের পরিবেশের মানোন্নয়নে মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল নামী শিল্প প্রতিষ্ঠান রশ্মি মেটালিক্স। রশ্মি মেটালিক্সের সহযোগিতায় খড়গপুর ১নং ব্লকের বড়কোলা বিবেকানন্দ হাইস্কুলে ছাত্রীদের জন্য গড়ে উঠল উন্নতমানের শৌচাগার। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আরও সুন্দর ও নির্মল করার লক্ষ্যে এবং ছাত্রছাত্রীদের আরও স্বাস্থ্য সচেতন করতে একটি উন্নতমানের শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য রশ্মি মেটালিক্স কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন খড়গপুর ১ ব্লকের বড়কোলা বিবেকানন্দ হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। খড়গপুর ১ নং ব্লকের গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত এই বিদ্যালয়ে সরকারি অর্থানুকুল্যে গড়ে ওঠা শৌচাগার থাকলেও, উন্নতমানের শৌচাগার ছিল না। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন রশ্মি মেটালিক্স, খড়গপুরের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অভিজিৎ রায় ও তাঁর সহযোগীরা। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বড়কোলা হাইস্কুল ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের জন্য একটি

উন্নত শৌচাগার নির্মাণ করে দিল রশ্মি মেটালিক্স কর্তৃ পক্ষ। মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই উন্নতমানের শৌচাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রশ্মি মেটালিক্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অভিজিৎ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার সরেন, সভাপতি মতিলাল ঘোষ, রশ্মি মেটালিক্সের সহকারি জেনারেল ম্যানেজার পি কে পাত্র, ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকগণ, বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতির সদস্যগণ, অভিভাবকগণ ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে রশ্মি মেটালিক্স কর্তৃপক্ষ জানান, এলাকাবাসীর সহযোগিতা নিয়ে তাঁরা এই ধরনের আরও সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচি করতে আগ্রহী। গ্রামীণ এই এলাকার শিক্ষার প্রসারের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বড়কোলা বিবেকানন্দ হাইস্কুলে ঝাঁচকচকে এই নতুন শৌচাগার পেয়ে খুশি বিদ্যালয়ের ছাত্রী অনন্যা ঘোষ, স্নেহা সিংহ, সুপ্রিয়া সিংহ, শিখা রায়-সহ অন্যান্য ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্বেতা সাহু পট্টনায়েক। এই সহযোগিতার জন্য রশ্মি মেটালিক্সকে ধন্যবাদ জানান বিদ্যালয় কর্তৃ পক্ষ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুজয় ঘোড়াই জানান, তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রশ্মি মেটালিক্স কর্তৃপক্ষ যেভাবে এগিয়ে এলেন তাতে তাঁরা অভিভূত।

ডিজেল আকাশছোঁয়া, প্রভাব মাছধরায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ ভাতে মাছে বাঙালি তাই এবার বাঙালির পাতে মাছ সংকট দেখা দিতে চলেছে। এখন নদী খাল বিল সমুদ্রে মাছ ধরার ভরা মরসুম। আর মাছ ধরতে গেলে ট্রলার লঞ্চ ভুটভুটি ব্যবহার করতে হয় কিন্তু সবই ডিজেল ব্যবহার করতে হয়। আর সেই ডিজেলের দাম এখন আকাশ ছোঁয়া। আগের বৎসর ডিজেলের দাম ছিল ৫৬ টাকা এই বৎসর ডিজেলের দাম ৭৬ টাকার কাছাকাছি দিঘা, শংকরপুর, পেটুয়াঘাট, মন্দারমনি, সৌউল্যা বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েক হাজার ট্রলার সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। কয়েক লক্ষ মৎস্যজীবি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ৮০ শতাংশ খরচ হয়ে যায় ডিজেল কিনতে। আবার বরফের দামও বেড়েছে। ট্রলার শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে। তাই সব দিক থেকে অসহায় হয়ে বেশিরভাগ ট্রলার মালিক মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েছেন তাই এই মরসুম ইলিশ-সহ সামুদ্রিক মাছ সংকট দেখা দেবে। তাই দিঘা শংকরপুর ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে হুমকি দেওয়া হয়েছে ডিজেলের দাম কমানো না হলে বা সরকার বিবেচনা না করলে কয়েক লক্ষ মৎস্যজীবিদের নিয়ে পথ অবরোধ করে তারা রাস্তায় শুয়ে পড়বেন। ১১ জুন কলকাতার রানী রাসমণিতে মৎস্যজীবি সংগঠনের তরফে জনসভা করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, দ্রুত ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করা হোক। কিন্তু সেই বিষয়টি এখনও কার্যকর হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে যে, মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত লঞ্চ ট্রলারের ডিজেলের উপর সেস কমিয়ে নূন্যতম ৫০ টাকা দরে ডিজেল সরবরাহ করতে হবে। নচেৎ সব আচল হয়ে যাবে। এই মৎস্য পেশায় প্রায় পাঁচ লক্ষ কর্মসংস্থান আছে বৎসরে দিঘা, মন্দারমনি, পেটুয়া, সৌলা, জুনপুট থেকে তিন লক্ষ মেট্রিক টন মাছ রপ্তানি হয়।

মৎস্য সংগঠনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাসের দাবি, বৎসরে প্রায় মাছ রপ্তানি করে বিদেশি অর্থ হিসাবে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা সরকার আয় হয়েছে। অথচ কোনো সরকার কেন্দ্র বা রাজ্য কেউ কোনো সদুত্তর দেইনি তাই বাধ্য হয়ে অবরোধের পথে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আর হাজার হাজার ট্রলার মাছ ধরতে যেতে না পারায় মাছ আসছে কম। তাই মাছ সংকট দেখা দিতে পারে সঙ্গে ইলিশ মাছের সংকট দেখা দেবে।